ভূমিকা।

গত ১৩০৮ সালের ফাল্গুন [illegible] আমার পরম শ্রদ্ধেয়া একটী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা সাধ্বী রমণীর সতীলোক-প্রয়াণ-বার্ত্তা-শ্রবণে আমি হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হই। তদবস্থায়, পরলোক এবং তথায় সতীগণের পরিণামসম্বন্ধে অনেক চিন্তা আমার মনে সর্ব্বদাই সমুদিত হইত। আমি সেই আলোচনার বিষয়গুলি কবিতাকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে অশেষ-রাজগুণ-বিমণ্ডিত উদার-হৃদয় শ্রীল শ্রীযুক্ত ময়ূরভঞ্জাধিপ মহারাজ বাহাদুর তদ্বিষয় অবগত হইয়া স্বকীয় স্বাভাবিক মহত্ত্ববশতঃ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ পাণ্ডুলিপি দেখিতে ইচ্ছা করেন; এবং উহা পাঠে প্রীত হইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমাকে সমধিক উৎসাহিত করেন। মহার্হ মণি শাণারূঢ় হইলে যে কত মনোরম্ হয়—তাহার ঔজ্জ্বল্য কত বৃদ্ধি পায়, মহারাজ স্বয়ং তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার ন্যায় উদারসত্ত্ব আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষ অতি বিরল। আবাল্যসুশিক্ষা ঔদার্য্য বদান্যতা প্রভৃতি সদ্গুণ[illegible]ভাবে [illegible], কর্ম্মচারী
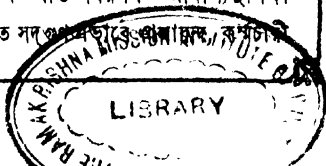
ও আশ্রিতগণের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করিয়া তিনি যেরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। মহারাজের কৃপায় আশাতীত সাহায্য লাভ করিয়া আমি অশেষ প্রকারে উপকৃত এবং তাঁহার নিকটে চিরজীবনের জন্য অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। মহারাজের ঈদৃশ করুণা, উৎসাহ ও সাহায্যের বলেই এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সকলমঙ্গলনিদান করুণাময় ভগবান্ মহারাজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

এই পুস্তকে সতী রমণীর পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উপাদান প্রধানতঃ আমাদের পরম পবিত্র হিন্দুশাস্ত্র হইতেই গৃহীত। স্থানবিশেষে কোন কোন ইংরাজি প্রবন্ধের ভাবও ইহাতে নিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু, বিষয়ের গুরুত্ব ও আমার স্বল্প-জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র সামর্থ্য প্রভৃতি বিবেচনা করিতে গেলে, আমার পক্ষে এরূপ চেষ্টা অতিসাহস বলিতে হয়, সুতরাং সাফল্যের সম্ভাবনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যদি ইহা পাঠ করিয়া অস্মদ্দেশীয় কুলললনাগণের কোন প্রকার উপকার হয়,—সতীমাহাত্ম্যের প্রতি তাঁহাদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ আছে, তাহা যদি কণামাত্রও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই আমার সকল শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব।

সাহিত্যসেবী সুধীগণের সমীপে সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা অনুকম্পাপুরঃসর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহার দোষ ত্রুটী প্রভৃতি দেখাইয়া দিলে পরমোপকৃত হইব।

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদি মদীয় পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠ সহোদর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ এবং জয়ন্তী প্রেসের অধ্যক্ষ সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পর্য্যবেক্ষণে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের অপার্থিব স্নেহঋণ পরিশোধ করা অপেক্ষা তাহাতে চির-জীবন আবদ্ধ থাকিতেই একান্ত বাসনা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে জানাইতেছি যে, দীনবৎসল মহামান্য ময়ুরভঞ্জাধিপ মহারাজ বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক তদীয় পবিত্র নামে গ্রন্থোৎসর্গের অনুমতি প্রদান করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়কেই গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইতি সন ১৩১০ সাল, ২৫শে চৈত্র।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সতীপ্রশস্তি

বা

তর্পণাঞ্জলি।

সূচনা।

১

অসীম বিশ্ব যাহার রাজ্য
অনন্ত শকতি যাঁর,
(বুঝি) তাঁহার(ও) ভাণ্ডারে থাকে না রতন
একের অধিক আর!

২

তিনি যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ
নিজে সজাতীয়শূন্য,
তাই তাঁরি মত তাঁহার সকল
সারভূত যাহা পুণ্য।

৩

এক রত্ন দিয়ে ভুবন-মাঝারে
চাহেন ভুলা'তে সবারে,
তাই এক ঠাঁই নারেন রাখিতে,
তুষিবেন আর কাহারে!

৪

এক দিয়ে তাঁর সব দিক রাখা,
(তাই) অনৈক্য এভব-মাঝারে;
আধেক ধরণী যবে আলোকিত,
আধ পড়ে' থাকে আঁধারে!

৫

সারাটি মাসের মাঝেতে কেবল
একবার আসে রাকা রে!
কপালের দোষে তাও পড়ে' যায
প্রায়শঃ জলদে ঢাকা রে!

৬

কভু বা সে দিনে দৈব-বিড়ম্বনে
সাঁঝে আসে চোখে ঘুম-ঘোর;
থাকি অচেতন তাহার আবেশে,
জেগে' দেখা যায় রাতি ভোর!

৭

গৃহকোণে থাকে পরশপাথর
নাহি পারা যায় চিনিতে,
অতর্কিতে হায় চোরে ল'য়ে যায়
সে কথা জানিতে জানিতে।

৮

সতী স্বরগের পরম রতন,
ত্রিদিবশোভনা রমণী,
আসেন মরতে পবিত্র করিতে
পাপ-কলুষিত ধরণী।

৯

বিরাজে নিয়ত স্বরগ-সুষমা
তাঁদের সে চারু আননে ;
অমল ধবল পারিজাত ফুল
জগতে প্রকৃতি-কাননে !

১০

চিনেও চিনে না পাপ ধরা নর
তাঁরা ত্রিদিবের সরলা,
আপনারে তাই আপনি প্রকাশি
লুকান যেমতি চপলা।

১১

ভাঙ্গে গো তখন চমক সবার,
দেখয়ে নয়ন মেলিয়ে,
এতো কভু নয় ধরার ললনা,
দিব্যপ্রভাময়ী দেবী এ।

১২

সতীর পরাণ স্বকার্য্য সাধিয়া
ফুটায়ে নয়ন সবাকার,
চলে গো ছুটিয়া স্বরগের পানে
ফেলি খেলাঘর এ সংসার।

১৩

কেঁদে বলে সবে "এত দিন হায়
পড়ে ছিনু মোহ-আঁধারে,
নিকটেই ছিল অমূল্য রতন
নারিনু চিনিতে তাহারে।

১৪

"দয়া করি দেবি, এসেছিলে যদি,
যাও কিছু কাল থাকিয়া,
পবিত্রতাময় ও দিব্য মূরতি
বেড়াক নয়নে ভাসিয়া।

১৫

"পূত স্নেহ-ধারে স্নান করি মোরা
মুছি গো হৃদয়-কালিমা,
সংসারের নারী শিখুক দেখিয়া
পবিত্র সতীত্ব-গরিমা।

১৬

"ভবিষ্যৎ-আশা কুমার কুমারী
স্নেহভরা বুকে মা তোমার,
ধরম করম, স্নেহ দয়া মায়া,
শিখুক সকলি অনিবার।

১৭

"এসেছ যদি মা স্বরগের রাণী,
সতীত্ব-সৌরভ মাখিয়া,
কর এ সংসার সুখশান্তিময়,
পাপ-আবিলতা ঢাকিয়া।

১৮

"হোক্ জগন্ময় মহিমা বিস্তৃত,
ধর্ম্ম, পবিত্রতা, সতীত্বের,
সতী হৃদয়ের পুণ্যতেজো-বলে
শিক্ষা হোক্ যত মানবের।

১৯

"বহুপুণ্যফলে সতীর জনমে
হয়গো সংসার হর্ষিত ;
সে আনন্দ মাগো ভেঙ্গনা, ভেঙ্গনা,
সে সুখে কোরোনা বঞ্চিত।"

২০

বৃথা এ ক্রন্দন, কর্ত্তব্যের সনে
জনমের শেষ হয় যার !
কি সাধ্য তাহারে রাখিবে বাঁধিয়া
তুচ্ছ প্রলোভনে এ সংসার ?

২১

শত অনুরোধ কাতর ক্রন্দন
নারিল দেবীরে ফিরাতে,
নিয়ে গেল বিধি নাজানি কোথায়
তাঁর পবিত্রতা বিলাতে।

২২

কাঁদিল সংসার, মরমে মরমে
বাজিল সে শোক-দুঃখ-ভার ;
কবির হৃদয়ে নিভৃতে কাঁদিল
কল্পনার সনে প্রাণ তার।

২৩

কি যেন আবেশে অবশ হৃদয়
গাইতে গাইতে সতীনাম,
হৃদয়-পটেতে উঠিল ভাতিয়া
স্বরগে সতীর পরিণাম।

১
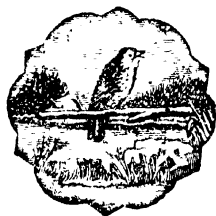
প্রথমাঞ্জলি।

স্বর্গ-প্রয়াণ।

১

সতীর পরাণ ধরণী ছাড়িয়া,
গগনের পথ তেজে উজলিয়া,
গ্রহগণজ্যোতিঃ নিষ্প্রভ করিয়া,
চলিল ঊর্দ্ধে অমর-যানে;
আবহের সীমা করি পরিহার,
নিমেষে ছাড়িয়া প্রবহাধিকার,
ছুটে অবিরত স্থির নির্ব্বিকার,
কোথায় নিবৃত্তি হবে কে জানে?

২

তরল বায়ুর অধিকারময়,
শত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাচয়,
সতী আত্মা সব ফেলি, ঊর্দ্ধে ধায়
অনন্ত পুণ্য লোকের পানে;
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কিবা ঘুমঘোরে,
অশরীরী প্রাণ ছায়া দেহ ধরে'
অনন্ত শূন্যেতে ছুটে যায়, পড়ে'
কি জানি কি এক অলক্ষ্য টানে।

৩

দিক্ দিগন্তর না হয় নির্ণয়,
শূন্য অসীম সব বোধ হয়,
ধরা বিন্দুরূপে নিম্নে পড়ে' রয়
অনন্ত সাগরে বিম্বের প্রায়;
সহস্র ভুবন ছুটে চারি ধারে,
কোটী চন্দ্র সূর্য্য প্রদীপ্ত অম্বরে,
কি সুরসঙ্গীত সুমোহন স্বরে
"ওম্, ওম্" রবে ধ্বনিয়া যায়।

৪

শূন্য—শূন্য সব, দূর—বহু দূর,
শত শত লোক, শত শত পুর,
সবাই তুলিছে কি অপূর্ব্ব সুর,
একই তালেতে সবার লয়!
পবনের গতি পশ্চাতে ফেলিয়া,
চলে আত্মা, ছুটি বিদ্যুৎ জিনিয়া,
কেজানে কোথায় নিবর্ত্তিবে গিয়া,
অনন্তের অন্ত কোথায় রয়!

৫

আছে কি না আছে জ্ঞান, বুদ্ধি, বল,
ইন্দ্রিয় পরাণ অবশ সকল,
উন্মত্তের ভাবে হইয়া বিহ্বল,
অনির্দ্দেশ্য দেশে চলিছে ধেয়ে;
সহসা উঠিল দেবাকণ্ঠস্বর,
সুরেব লহরী মোহন সুন্দর,
মঙ্গলসঙ্গীত প্রাণানন্দকর,—
সতীর আত্মা চাহে বিস্ময়ে।

৬

সম্মুখেতে দেখে সুরবালাগণ,
স্বরগ-হাসিতে শোভিত-আনন,
সুকোমল বাহু করি প্রসারণ,
প্রীতি-আবাহন করিছে তাঁরে—
"এস সখি এস,—স্বীয় পুণ্যফলে
লভিয়াছ স্থান সতীস্বর্গ-তলে,
দেবীর আদেশে আমরা সকলে
এসেছি লইতে সেথা তোমারে।

৭

"ভগবতী-অংশ যাহারা লইয়ে,
পরীক্ষার স্থান ভবে জনমিয়ে,
পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম আইসে পালিয়ে,
তাদেরি তরে এ স্বরগ-ধাম ;
সতী-শিরোমণি ভগবতী সতী,
তাঁহারি জানিবে এ রম্য বসতি,
ধরায় যাদের পতিমাত্র গতি,
দেবীর সকাশে তাদের স্থান।

"তুমি সতি ভবে জনম লইয়া
জীবনের ব্রত যতনে সাধিয়া
পতির হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া
করেছ তাঁহারে অমরোপম ;
ধরমপথেতে যাপিয়া জীবন,
প্রেম-মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
আসিছ ছাড়িয়া মরত ভবন,
রাখিয়া আদর্শ পবিত্রতম।

৯

"বড় তুষ্ট তাই সতীস্বর্গেশ্বরী,
আনিতে তোমারে এ সুরম্য পুরী,
বসন্তেরে আজ্ঞা দিলা ত্বরা করি—
প্রেরিলা মোসবে স্বাগত-তরে ;
এস ভুঞ্জ হেথা নিজ পুণ্যফল.
তোমাদেরি তরে হেথায় সকল,
নিষ্কাম করম করেছ সফল,
এবে পুরস্কার স্বরগ'পরে।"

১০

নীরব হইলা সুরবালাগণ,
বহিল সে স্বর চৌদিকে পবন,
যক্ষ, রক্ষ, দেবযোনি অগণন
সতীর চৌদিকে দাঁড়া'ল আসি ;
অপরূপ রূপ—অমানুষ কায়,
দিক্ উজলিল তাদের ছটায়,—
তথাপি মলিন সতীর প্রভায়
ভাতিল তাদের লাবণ্যরাশি।

১১

সবাই আনন্দে স্বাগত-বচন
হাসি হাসি মুখে করে উচ্চারণ ;
সতী-আগমনে আনন্দে মগন
বদনে অঙ্কিত প্রীতির ছবি ;
শূন্যে প্রতিধ্বনি দিগ্ দিগন্তর
কাঁপায়ে উঠা'ল সে মধুর স্বর,
সতীর মাহাত্ম্য গাইল অম্বর,
ঊর্দ্ধে হাসিল স্বরগ-রবি।

১২

চমকিলা সতী শুনিয়া সে স্বর,
এদিকে ধরার রোদন বিস্তর,
পশ্চাতে ছুটেছে দ্রবিয়া অন্তর,
সেদিকে ফিরিল দেবীর কাণ;
কি বলিতে গিয়া হোলোনা স্ফূরণ,
সজল হইল কমল-লোচন,
বাজিল হৃদয়ে করুণ বেদন,
ব্যথিত হইল মায়ের প্রাণ॥

দ্বিতীয়াঞ্জলি।

ধরার রোদন।

১

শোকের তরঙ্গে ভেঙ্গেছে হৃদয়,
আঁখি ব'য়ে পড়ে গলিয়া প্রাণ,
সতীর সংসার কাঁদে এ ধরায়
উচ্চ কণ্ঠে তুলি' শোকের তান।

২

"সতি! মহাদেবি! কি দোষে, বল না,
হইয়া কোমল-হৃদয়া,
উপেখিয়া এত শত অনুরোধ
গেলে চলি' হয়ে নিদয়া ?

৩

"কেমনে, বল মা, গেলে কাঁদাইয়া,
সুখের সংসার আনন্দময়,
প্রিয় পতি আর কুমার কুমারী,
ফেলে গেলে সবে হয়ে নিদয় !

৪

"তোমাহারা সবে ওই দেখ কাঁদে
আকুল হৃদয়ে উভরায়,
প্রাণের বন্ধন গলিয়া গলিয়া
ধারা-ছলে চোখে ব'য়ে যায়।

৫

"শুধু কি আমরা, তোমারে হারায়ে
কাঁদিয়া বিকল—আপনাহারা ?
বনের বিহগ, তারাও কাঁদিছে,
করুণ স্বরে মা পাগলপারা !

৬

"আঁধারে ঘিরেছে এ বিশ্বসংসার,
বিমল চন্দ্রিকা হ'ল বিলীন ;
শশধরকলা, পূর্ণ না হইতে,
হায় অকস্মাৎ হইল ক্ষীণ !

৭

"বিবাহ-মঙ্গল- পূত-আশীর্ব্বাদ
কৃপা করি দিলা শ্রীহরি,
স্বরগের ফুল ফুটিল গো কোলে
অমরা-কুসুম-মঞ্জরী !

৮

"সুবাস-তরঙ্গে ভাসিল সংসার,
আনন্দের স্রোত বহিল তায়,
কুমারের ছলে ভাসিয়া আসিল
নন্দন-কোরক হরি-কৃপায়।

৯

"তুলিয়া লইলে শির নোয়াইয়া,
দেবের প্রসাদ ধরিলে বুকে,
—মঞ্জরা-কোরকে, পূর্ণ স্নেহ-বাঁধ
অন্তরে অন্তরে গাঁথিলে সুখে।

১০

"আজ বল সতি ! কোন্ প্রাণ ধরি,
সে স্নেহ-বন্ধন কাটিয়া,
কোমল পরাণ কঠিন করিয়া
গেলে সব হেথা ছাড়িয়া ?

১১

"ওই দেখ কাঁদে ননীর পুতুল,
তোমার কুমার কুমারী,
বুঝেনা গো কিছু— সবার রোদনে
কাঁদে গো কাতরে ফুকারি!

১২

"কিবা বল জানে – অবোধ অজ্ঞান,
কপোলে মলিন রোদন-রেখা!
'মা, মা' ব'লে তারা কাঁদিয়া আকুল,
কেমনে রয়েছ না দিয়ে দেখা?

১৩

"ওই পতি তব, প্রশান্ত গম্ভীর,
ধৈর্য্যে হৃদয় বাঁধিয়া—
জড়-দেহ-পাশে জড়বৎ স্থির,
মলিন বদনে বসিয়া!

১৪

"কিন্তু, পতিব্রতে! জান না কি তুমি,
কি ঝড় বহিছে অন্তরে,
নূতন-রোপিত তরুলতা কত
ভাঙ্গিয়া পড়িছে মর্ম্মরে!

১৫

"গত স্মৃতি হায় শত ধারে আসি
দিতেছে হৃদয় প্লাবিয়া,
মরমের স্তর সে তরঙ্গ-বেগে
অলক্ষ্যে পড়িছে ভাঙ্গিয়া!

১৬

"পয়নেব মাঝে অনলের মত,
হৃদে জ্বলে শোকহুতাশন!
ধৈর্য্য-পঙ্কলেপে বহিরপ্রকাশ,
অন্তরেতে জ্বালা সুভীষণ!

১৭

"দেবি! যাঁর সুখ শান্তির কারণে
করিতে সদাই প্রাণ পণ,
একটু বিষাদ- কালিমা আননে
দেখিলে পাইতে কি বেদন!

১৮

"পরাণের স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা,
দেছিলে ঢালিয়া যাঁহারে,
প্রেম-শান্তি-ধারে স্নান করাইয়া
রাখিতে আনন্দ-মাঝারে!

১৯

"যাঁর তরে সুখে আত্ম-বিসর্জ্জন
ধন্য মানিয়া করিতে,
যাঁর সুখতরে তুচ্ছ পরাণের
বাঁধন কাটিতে পারিতে!

২০

"যাঁর প্রীতিতরে ধরম করম,
কুমার-কুমারী-কামনা,—
যাঁর ছবি বলে' সে দেব-প্রসাদ
বুকে রাখি পূর্ণ বাসনা!

২১

"তিলেক না পেলে যাঁহার বারতা
অধীর হইয়া উঠিতে,
ভুলিতে নিজের শত শত কাজ
ভাবনা-সাগরে ডুবিতে!

২২

"দেবতার পদে যাঁহার কল্যাণ
করিতে সতত কামনা,
আনন্দে পবন বহিত স্বরগে
সহস্র নীরব যাচনা!

২৩

"গৃহিণী, সচিব, সখী, শিষ্যা ছিলে
শান্তিপ্রদায়িনী সদা যাঁর,
তোমারে স্মরিয়া যাঁহার হৃদয়ে
উথলিত সুখপারাবার!

২৪

"রমণীয় গুণে, মধুরে কোমলে,
প্রশান্ত প্রকৃতি মা তোমার,
স্নিগ্ধ ছায়ায় রেখেছিল ঘিরি,
কর্ম্ম-কঠোর প্রাণ যাঁর!

২৫

"সংসারের শত- চিন্তাশ্রম-ভারে,
হইলে যাঁহার ক্লান্তি,
তোমারি মধুর স্নিগ্ধ মূরতি
হৃদয়ে আনিত শান্তি।

২৬

"জানকীর মত সেবিতে যাঁহারে,
কেবলি সেবার কারণে,
নিষ্কাম ভাবেতে কর্ম্ম সমাপিয়া
আনন্দ ফুটিত আননে।

২৭

"যাঁহার বিষাদ, শতশেল-সম,
বিষম বাজিত তোমার বুকে।
হাসির রেখায় আনন্দ-সাগরে
ভাসিতে কি এক বিমল সুখে।

২৮

"সতত যাঁহার প্রীতিসম্পাদন
ছিল জীবনের প্রয়োজন ;
যাঁহার আনন্দ- বিধানের তরে
উৎসুক থাকিত তব মন।

২৯

"আজ সতি তাঁরে কেমনে ফেলিয়া
এ সংসার-মরু-প্রান্তরে,
ঝঞ্ঝাবাত-ময় তপ্ত-বালিমাঝে
রেখে গেলে চলে' অন্তরে ?

৩০

"সুরে মিলাইয়া বীণা সপ্তস্বরা
বাজালে মধুর ধ্বনিয়া,
আজ কি বলিয়া ছিঁড়ে দিয়ে তার
অকস্মাৎ গেলে চলিয়া ?

৩১

"পবিত্র প্রেমের সাগর মথিয়া
তুলিলে অমূল্য যে রতন,
আজ তাহা দূরে কেমনে ফেলিয়া
হলে চিরতরে অদর্শন ?

৩২

"কে দেখিবে আর সুখ শান্তি তাঁর
সেরূপ যতন করিয়া,
তাঁর ক্লেশ-ভারে কাহার হৃদয়
পড়িবে তেমন ভাঙ্গিয়া ?

৩৩

"কে আর এখন তাঁহার হৃদয়ে
ঢালিবে আনন্দ-অমৃত ধার !
কার মুখ চাহি, ক্লান্ত সে হৃদয়
ভুলিবে অশেষ যাতনাভার !

৩৪

"কে আর এখন আদরের ধন
কুমারী কুমারে পালিবে ?
শত গুণ-সাজ পরায়ে, তাদের
হৃদয়ে সুনীতি ঢালিবে ?

৩৫

"কার স্নেহ-ছায়ে বল এ সংসার
মায়ের মূরতি হেরিবে!
দেবের সকাশে কেবা বল আর
জীবের মঙ্গল যাচিবে?

৩৬

"কার সুমধুর আনন্দ-লহরী
পুরজনগণে তুষিবে?
"কার স্নেহমাখা হাসিভরা মুখ
শান্তি পবিত্রতা ঘুষিবে?

৩৭

"কার স্নেহবুকে কুমারী কুমার
ক্ষীরধার-ছলে স্নেহের ধার
পান করি, দেহ পবিত্র করিবে,
উচ্চে বাঁধিবে হৃদয়-তার?

৩৮

"সতীধর্ম্ম কেবা স্বীয় আচরণে
কুলনারীগণে শিখাবে?
পরের সুখেতে বল কেবা আর
আপন জীবন মিশাবে?

৩৯

"হায় মা, এ সব বিফল রোদন
কেবল মিলায় বাতাসে!
জনমের মত গেলে কোন্ দেশে
ডুবায়ে সংসার হুতাশে?

৪০

"সে দেশ কোথায় দেখিতে কেমন
কোন্ জীব সেথা রহে গো!
নিয়তি সেথাও এমনি প্রবল?
এমনি পবন বহে গো?

৪১

"সেথা কি গো ফুটে এমনি কুসুম
সুগন্ধে মাতায় জগতে?
প্রভাতী সঙ্গীত গায় কিগো পাখী
যেমন হেথায় মরতে?

৪২

"সে দেশে কি আছে স্নেহ, দয়া, মায়া,
হিংসা, দ্বেষ, রোষ, কামনা?
সেথা কি নিভৃতে কাঁদে গো আকুলে
দারুণ অতৃপ্ত বাসনা?

৪৩

আছে সেথা প্রেম, তার প্রতি দান ?
অথবা উপেক্ষা ক্ষুরধার ?
জীবন মরণ, এমনি কি সেথা
পাপ-পুণ্য, শাস্তি-পুরস্কার ?

৪৪

"সেথা গেলে কিগো মর জীবনের
স্মিরিতি মনেতে রয় ?
ধরাপ্রিয় জন- কাতর-ক্রন্দন
সেথা কি পবনে বয় ?

৪৫

সে দেশে কি সুখ- দুঃখের বন্ধন
এমনি জড়ায় পরাণে ?
[illegible]নর হাসি বিরহ-রোদন
সেথাও কি ফুটে বয়ানে ?

৪৬

সে দেশের জীব কিবা দেহ ধরে ?
বিষয়-সম্পদ রহে কি ?
সেথা কি দিবস রজনী এরূপ ?
ঝটিকা বৃষ্টি বহে কি ?

৪৭

"অমার আঁধার রাকার জ্যোছনা,
দিনকর-খরকিরণ,
শিশির বসন্ত নিদাঘ বরষা
শরৎ হেমন্ত মিলন ?

৪৮

"সুপ্তি জাগরণ- অধীন কি সবে ?
ক্ষুধা তৃষা পীড়ে জীবে কি ?
ধরম করম আচরে কি তথা
মুক্ত মুমুক্ষু বিবেকী ?

৪৯

"আঁধার আধার সব তথাকার
মরত জীবের নয়নে ;
শত অনুমান সহস্র কল্পনা
নিয়ত স্বপনে শয়নে।

৫০

"যাও দেবি যাও স্বীয় পুণ্যরথে
যাও গো উজল সেদেশে ;
করম বন্ধন কাটিয়া ধরার
সুকৃতির মত সুবেশে।

৫১

"সয়েছ ধরায় যত কিছু তাপ
আজ সব তার অবসান,
লয়ে যাও সাথে সুকৃত-সম্বল
পবিত্রতাময় সতী-প্রাণ।

৫২

"সতীত্ব গৌরবে গরবিনী তুমি
কি ছার রাজত্ব অভিমান ?
শত রাজরাণী পাছু করি আজ
সুরবালা সব আগুয়ান।

৫৩

"মঙ্গল আরতি করিয়া তোমায়
সতীস্বর্গ-লোকে লইতে,
যাও পতিব্রতে সতীর গৌরবে
স্বীয় পুণ্যফল লভিতে।

৫৪

"হেথা মোরা সবে তব গুণ স্মরি
কাটাব জীবন কাঁদিয়া,
স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে
দয়া করি দেখো চাহিয়া।"

৫৫

সবার রোদন একত্র মিশিয়া
মুহূর্ত্তে সতীর শ্রবণে
জানাল বেদন পবনের সনে,
দেবী ব্যথা পায় পরাণে?
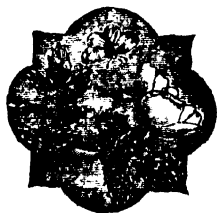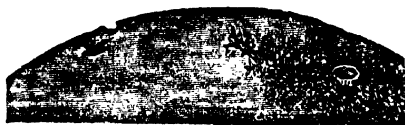
তৃতীয়াঞ্জলি।

সতী স্বর্গ।

১

চমকিলা সতী শুনি হাহাকার,
ধরার স্মিরিতি আসিল আবার,
মনে পড়ি পতি, কুমারী কুমার,
বিকল হইল সতীর প্রাণ,
সম্ভ্রমে প্রণতি করিয়া সবায়,
ভক্তিভরে নত করি পূর্ব্বকায়,
দিক্ উজলিয়া স্বরগ প্রভায়,
মধুর ভাষায় তুলিলা তান ;—

২

"সুরবালাগণ-পদে করি নতি,
পতি সেবা ভরে পূজিয়াছি পতি,
তাই পুরস্কার!—চরণে মিনতি,
প্রতিদান কভু চাহিনা তার;
সামান্যা মানবী তুচ্ছ ধূলিকণা,
সাজে না গো তার অমর-বাসনা,
কখনো যে সব করিনি জল্পনা,
ফিরে লও সেই সুখের ভার।"

৩

বাধা দিয়া দেববালা দলে দলে,
করে ধরি তাঁরে সুখে ল'য়ে চলে
সতীস্বর্গপানে দেবরথ তলে,—
চলে সতী সাথে বিস্ময় মানি;
চলে সতীসনে দেববালাগণ,
স্বরগ পুরেতে প্রবেশে তখন,
তেজঃ প্রভা দেয় ধাঁধিয়া নয়ন
কি অনলে ঘেরা পুরী না জানি!

৪

সুস্নিগ্ধ অনলজ্যোতিতে মণ্ডিত,
সুপ্রশস্ত দ্বার সম্মুখে বিস্তৃত,
তোরণে জ্বলন্ত অঙ্গারে লিখিত,
"এস পুণ্যবলে প্রবেশ হেথা" ;
কি সে লেখা কিবা জানি সে অক্ষর,
কিসের জ্যোতিতে দীপ্ত নিরন্তর,
দেখিলেই কাঁপে পাপীর অন্তর,
অবশ বিকল যাইতে সেথা।

৫

দেব-আত্মা দেব-কান্তি সুশোভন,
প্রহরী সে দ্বারে দেব মুনিগণ,
নগন দেহেতে জ্যোতিরাবরণ,
পবিত্র হাসিতে বদন ভরা ;
অনন্ত বৃত্তেতে করি আবর্ত্তন,
অলক্ষ্যে ঘুরিছে চক্র সুদর্শন,
অমৃতের ধারা করিছে বর্ষণ,
পুণ্যশীল-শিরে কলুষ-হরা।

৬

মানব নয়ন করেনি দর্শন,
হেন নানা জাতি কুসুম শোভন,
শূন্যে ফুটিছে—স্বরগ পুরেতে,
স্ববাসি তরঙ্গে গিয়াছে ভেসে ;
সতীর পরশে খুলিল তোরণ,
পারিজাত মালা সুবাস শোভন
অর্পিল গলায় দেব দূতগণ,
সম্ভ্রমে স্বাগত করিয়া হেসে।

৭

শূন্য—শূন্য—শূন্য সব শূন্যময়,
মৃত্তিকা প্রস্তর নাহি দৃষ্ট হয়,
পূর্ণ পূর্ণ সব শূন্যে চিত্রময়,
প্রাসাদ তোরণ প্রাচীর পথ ;
পৃথিবীর কিছু নাহি গো সেথায়,
কিবা অপরূপ শোভা দেখা যায়,
জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ—সব জ্যোতির্ম্ময়
জ্যোতিঃ ভেদি চলে জ্যোতির রথ।

৮

কিসের এ জ্যোতিঃ ? কোথা হতে আ
অনন্ত বিশ্বের প্রতিবিম্ব ভাসে,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান-পাশে,
অভেদ ভাবেতে মিশিয়া রয় ;
পথে ধূলিরূপে কত মণি জ্বলে,
সুস্নিগ্ধ প্রভায় দিগন্ত উজলে,
আলোকের রাজ্য !—দেখ সর্ব্ব স্থলে,
আলোক—আলোক—আলোকময়

৯

হীরা মতি চুনী ?—সেতো গো ধরার,
স্বরগ প্রদেশে কিবা মূল্য তার,
পুণ্যচয় ধরি জ্যোতিষ্ক-আকার,
দীপ্তিমান্ হেথা সদাই রয় !
দুঃখিজনতরে ত্যক্ত অশ্রুধার,
শোভে গো হেথায় মণিময় হার,
পরের কারণে যত হাহাকার,
পূত গন্ধবহ হেথায় বয় !

১০

বহিছে সদাই আনন্দের ধার,
যত যোগী ঋষি বসি কূলে তার,
কি আনন্দে গীত গাহে অনিবার,
উচ্ছ্বাসে হৃদয় মাতিয়া যায় ;
কত শত লোক, কত শত স্থান,
কর্ম্ম অনুরূপ স্বরগ সম্মান,
দেখি সতী দেবী করিছে প্রয়াণ,
কোথা অন্ত তার, ভেবে না পায়।

১১

মহ জন তপ লোক পরিহরি,
সত্য ধ্রুব ব্রহ্ম বিষ্ণু লোক তরি,
শান্ত শিব লোক অতিক্রম করি,
ধায় দেব রথ চপলা-গতি ;
যত লোকপাল সম্ভ্রমে উঠিয়া,
দেখান সম্মান শির নোয়াইয়া,
শত শত লোক পশ্চাতে করিয়া,
চলে সতী সবে করিয়া নতি।

১২

এল সতীলোকে রথ সুশোভন,
অমনি বাজিল মঙ্গল বাদন,
বিমোহিতা সতী—মেলিয়া নয়ন,
চাহিল চৌদিকে বিস্ময় মানি ;
পবিত্র সঙ্গীতে পূর্ণ সেই ধাম,
সুরের তরঙ্গ উঠে অবিরাম,
সতীর মাহাত্ম্য, তাঁর পুণ্যনাম,
অবিরাম গান তথায় বাণী।

১৩

"জয় সতীস্বর্গ, জয় সতী জয়,
সতী পতিব্রতা দেবীর আলয়,
স্বরগ সুষমা যাদের প্রভায়,
মলিন পঙ্কিল ধরায় ফুটে ;
দূরে যায় পাপ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কাম,
প্রেমের অমল স্রোত অবিরাম,
বক্ষে লইয়া প্রেমময়-নাম,
ধরা হতে স্বর্গ পানেতে ছুটে।"

১৪

বিস্ময় বিহ্বল সতীর অন্তর,
শুনি সে পবিত্র সুমধুর স্বর,
কি সুরম্য আহা পুরী মনোহর,
পবিত্রতা সেথা সতত মাখা ;
সতীদেহ-স্নিগ্ধদ্যুতি-বিভাসিত,
অপূর্ব্ব শোভায় সদা সুশোভিত,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে নিয়ত পূরিত,
শ্রীহরি চরণ ছায়ায় ঢাকা !

১৫

জিনিয়া তরল সুবর্ণ প্রভায়,
প্রেম-মন্দাকিনী-স্রোত বয়ে যায়,
কোথা আদি তার দেখা নাহি যায়,
সে লোক প্লাবিত উচ্ছ্বাসে তার ;
অবগাহে তাহে সদা সতীগণ,
পতি সহ সুখে করে সন্তরণ,
সবে নিরমল আনন্দে মগন,
গলে ভক্তি-প্রীতি-রতন-হার।

১৬

সতীধর্ম্ম তরু তারি তীর ঘেরি,
আছে দাঁড়াইয়া সতীস্বর্গ বেড়ি,
প্রেমরস-পুষ্ট—মন তুষ্ট হেরি,
ভকতিচন্দন-চর্চ্চিতকায় ;
তাদেব কুসুম ফুটে নিশি দিন,
কভু নহে তাহা সুবাস বিহীন,
ঝরি প্রেম-স্রোতে হয়ে যায় লীন,
ভেসে গিয়ে সদা শ্রীহরি পায়।

১৭

লালসা বর্জ্জিত প্রাণ সবাকার,
কামেব হেথায নাহি অধিকাব,
সবারি হৃদয পবিত্র উদার,
প্রেমের প্রভায় আলোকময় ;
ছায়ামূর্ত্তি সতী ছায়াপতি সনে,
অনন্ত যুগলে আনন্দিত মনে,
বিহবেন হেথা সুখে সর্ব্বক্ষণে
বিচ্ছেদ এ ধামে কভু না রয়।

১৮

সতীর দেহেতে পতির শরীর,
সতীর শরীর দেহেতে পতির,
স্বতন্ত্রতা ছাড়ি মিশিয়াছে স্থির,
প্রণয় মিশ্রণে কি শোভা তার !
পতির গমনে সতীর গমন,
শ্রবণ, মনন, শয়ন, স্বপন,
পৃথক্ অথচ এক দেহ মন,
হরগৌরী রূপ আদর্শ যার।

১৯

প্রেম-মন্দাকিনী শ্রীহরি-চরণ
ছাড়িয়া ধরায় করেছে গমন,
নরনারী-হৃদে করি বিচরণ
ফিরেছে আবার স্বরগ পানে—
অবহেলি তুচ্ছ ধরার বিজ্ঞান,
বেগে উর্দ্ধপথে করেছে প্রয়াণ,
মহাসুখে তাহে কত পুণ্যবান্
আসিছে ত্রিদিবে মুদিত প্রাণে।

২০

সে পবিত্র স্রোত স্বরগ প্লাবিয়া,
সতীস্বর্গস্থলী সব ভাসাইয়া,
সতীত্ব-প্রসূন হৃদয়ে বহিয়া,
শ্রীহরি চরণে পেয়েছে লয়;
তারি কূলে কূলে প্রীতি, পবিত্রতা,
দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ, বৎসলতা,
প্রণয়, ভজন, শান্তি, তরুলতা
কুসুম-ভূষণে সাজিয়া রয়।

২১

হেথা বলবৎ সতীর হৃদয়,
যার গুণে পতি পাপমুক্ত হয়,
—সংসারের পাপতাপ দূরে যায়,
নীত হয় শেষে স্বরগ-দেশে;
স্বীয় পুণ্যবলে প্রেমের প্রভায়,
সতীর হৃদয় দৈব ক্ষমতায়,
পবিত্র করিয়া পতি দেবতায়,
তুলিছে স্বরগে হেলায় হেসে।

২২

প্রেম-মন্দাকিনী পবিত্র ধারায়
অভিষিক্ত করে পতির আত্মায়,
মলিনতা তার সব দূরে যায়,
স্বরগের জ্যোতি বদনে ভাসে;
অমনি সে সতী পতি দেবতায়,
আপনার ছায়া-মূরতি মিশায়,
অভেদ একাত্মা দোঁহে হয়ে যায়,
অর্ধনারীনররূপে প্রকাশে।

২৩

রতন আসন উপরি আসীনা,
মন্দাকিনী-স্রোতে বিধৌত চরণা,
সতীস্বর্গেশ্বরী মহেশ বাসনা,
সতীদেবী তথা রাজেন সুখে;
রমা, লোপামুদ্রা, সীতা, অরুন্ধতী,
মৈত্রেয়ী গার্গী সাবিত্রী প্রভৃতি,
অনন্ত কালের যত মহাসতী,
সখীরূপে পাশে প্রফুল্ল মুখে।

২৪

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে কঠিন সংযমে,
পতিপদ-ধ্যানে সতত সম্ভ্রমে,
ধরার জীবন যাপি কোন ক্রমে,
পতি সনে মিলি বিধবা হাসে ;
সহমৃতা সতী ভারত-ললনা,
উৎসৃষ্ট-জীবিতা রাজপুতাঙ্গনা,
পাবকপ্রভায় উজ্জ্বলবসনা,
সবাই সেথায় সতীর পাশে।

২৫

ভেদাভেদ নাই স্বদেশ বিদেশ,
রাজার মুকুট, চীরধারি-বেশ ;
নাহি জাতিভেদ, নাই হিংসা দ্বেষ,
সুধু প্রীতি—সুধু আনন্দধার ;
সর্ব্বস্ব-দেবতা-প্রাণপ্রিয়সনে,
ছায়ায় ছায়ায় অনন্ত মিলনে,
কি এক আনন্দ সতীগণ-মনে,
নাহি ত্রিভুবনে তুলনা তার।

২৬

"জয় সতীস্বর্গ জয় সতী জয়,
সতী পতিব্রতা দেবীর আলয়,
স্বরগ সুষমা যাদের প্রভায়,
মলিন পঙ্কিল ধরায় ফুটে—
পতিদেবতায় একমনপ্রাণে,
ধরায় যাহারা পূজেছে যতনে,
নিষ্কাম ভাবেতে, তাদেরি কারণে,
এই পুরস্কার এসগো ছুটে।"

২৭

সম্ভ্রমগৌরবে হিয়া আলোড়িত,
সতী-আত্মা হয়ে বিস্ময়স্তম্ভিত,
বিহ্বল ভাবেতে চাহে চারিভিত,
নেহারি এ সতীস্বরগলোক ;
কি অপূর্ব্ব পুরী, কি আনন্দময়,
কি পবিত্র সুখে হেথা সবে রয়,
কিবা শোভা ধরে তরুলতাচয়,
নাই হেথা ক্লেশ, বিবাদ, শোক !

২৮

যুগলে সতীরা আনন্দে মগন,
হেথা সবাকার অনন্ত মিলন,
প্রেমানন্দে ভাসে সবে সর্ব্বক্ষণ,
নাহিক তিলেক বিরহ-ভয় ;
দেখি স্তব্ধ সতী মুখে নাহি বাণী,
দাঁড়াইলা স্থির বিস্ময় মানি,
হঠাৎ কি ভাব উদিল না জানি,
কেন যেন প্রাণ ব্যথিত হয়।
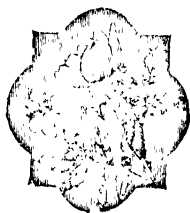
চতুর্থাঞ্জলি।

আকর্ষণ।

১

সতী-প্রাণনাথ শয়ন-আলয়ে
গত স্মৃতি যত যতনে কুড়ায়ে
নির্জ্জন গভীর রজনীর ছায়ে
ভাবিছেন—ধারা নয়নে বয়;
দাম্পত্য-প্রীতির চিহ্ন সমুদয়
নয়ন সমীপে প্রতিভাত হয়,
প্রবোধ না মানে ব্যাকুল হৃদয়
শোকশেলাঘাতে বিদীর্ণ হয়।

২

দূরে ছাড়ি শত বাহ্য অভিমান,
করিছেন বসি পতিব্রতা ধ্যান,
দুঃসহ শোকেতে অবশ পরাণ,
শ্রীহরিচরণে করি অর্পণ,
অশ্রুবরষণে পবিত্র অন্তর,
বিভুর চরণে জুড়ি দুই কর,
চাহিছেন বল হইয়া কাতর
পতিব্রতা-শোক-স্মৃতি-তর্পণ।

৩

"সতি, পতিব্রতে, মানে না হৃদয়,
ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়,
ধরা যেন সব শূন্য বোধ হয়
দীর্ণ হৃদি ছিন্ন মরম-তার;
তব প্রেম চিহ্নে ভরা এ হৃদয়,
—তোমারি নিশানে ভরা এ আলয়,
সজীব নির্জ্জীব তোমারে জাগায়,
ফেটে যায় প্রাণ কি করি আর!

৪

"তোমার কুমারী, তোমারি কুমার,
তোমার বসন, তব অলঙ্কার,
তব কণ্ঠস্বর বীণার ঝঙ্কার,
　　তব ভক্তি, প্রেম, করুণা, স্নেহ,
নিঃস্বার্থ তোমার আত্ম-বিসর্জ্জন,
অনলস সেবা, ভজন, পূজন,
পরসুখতরে সদা আকিঞ্চন
　　পূত করেছিল এ মম গেহ"।

৫

"আজ স্মরি সব হৃদয় আমার
কত যে ব্যাকুল কি বলিব আর,
সতী তুমি, কিবা অজ্ঞাত তোমার ?
　　ধৈরয না মানে বিকল প্রাণ ;
এই মনে হয় আছ লুকাইয়া,
এখনি নিকটে আসিবে হাসিয়া,
তেমতি প্রেমের আলিঙ্গন দিয়া
　　ছুটাবে হৃদয়ে আনন্দ তান।

৬

"এই ভাবি,—তুমি সম্মুখে আমার,
অমনি করি গো দু কর প্রসার,
হস্ত আলিঙ্গনে বাঁধে অন্ধকার,
হতাশ-হৃদয় কাঁদিয়া ফিরে;
এই শ্রবণেতে বাজে কণ্ঠস্বর,
অন্তস্তলে লয়ে প্রবাহ সুধার,
চমকিয়া ফিরি—নাই, নাই, আর,
মিশে যায় যেন কোথা সমীরে

৭

"বুক ফাটে, চোখে আসে অশ্রুজল,
নীরবে কাঁদে গো হৃদয় বিকল,
প্রবোধ সান্ত্বনা সকলি বিফল,
বুঝেও বুঝে না পাগল মন;
উচ্চে কাঁদিতেও নাহি অধিকার,
ভাঙ্গিয়া হৃদয় হোক্ চুরমার,
বিলাপ করিতে দিবে না সংসার,
হা দুর্ভাগ্য—আমি পুরুষজন!

৮

"প্রেম, ভালবাসা হোলো শেষ সব?
মুহূর্ত্তে ফুরাল অনুরাগ নব?
কিসে বল দেখি স্থির হয়ে র'ব?
কি রেখে গিয়াছ আমার তরে?
আছে গত স্মৃতি তাই ল'য়ে রই,
বিরলেতে কাঁদি, কত কথা কই,
তাই মনে করি শত দুঃখ সই,
তবু, সতি! দেখ নয়ন ঝরে।

৯

"কি আর বলিব, নব শোকভার
দিয়াছে ছিঁড়িয়া হৃদয়ের তার,
সে মধুর স্বরে নাহি বাজে আর,
সদাই বাজে গো করুণ স্বর;
উদাস রাগিণী বাজে গো ঝঙ্কারে,
এ হৃদয় তন্ত্রী আলোড়িত করে';
পরাণ কেবল কেঁদে কেঁদে মরে,
ছুটে যেতে চায় অনন্ত পুর।

১০

"গিয়া স্বর্গ ধামে আছ তুমি সুখে,
থাক চিরকাল সদা হাসি মুখে,
ধরার মানব আমরা গো দুখে
অনন্ত জ্বলনে জ্বলিয়া মরি;
মরি জ্বলে' তাতে ক্ষতি কিছু নাই,
বিস্মৃতি তথাপি কভু নাহি চাই,
স্মরণেতে যেন সদা তোমা পাই
করিও এটুকু করুণা করি।

১১

"পাপতাপ-ক্লিষ্ট কঠোর ধরায়
চাহি না আনিতে তোমা পুনরায়;
হৃদয় মন্দিরে যে মূরতি রয়,
সেই গো ঢালিবে শান্তির বারি;
কভু যেন নাহি ভুলি পুণ্যস্মৃতি,
প্রিয়তমে! তব পবিত্র মূরতি
আমার সম্মুখে রহে যেন নিতি,
তার মান যেন রাখিতে পারি"।

১২

বিলাপি এমতি, প্রাণের জ্বালায়
সঁপিয়া হৃদয় শ্রীহরির পায়,
নমি ভক্তিভরে করযোড় গা'য়
নির্ভরতাপূর্ণ পবিত্র গীত—

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামি,
তোমার নাম স্মরণে রাখি চরণে রাখি আশা,
সেই দুঃখ সেই তাপ সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে জেনেও জানিনা,
তব মঙ্গল রূপ ভুলি তাই শোক সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাশান্তিপূর্ণ
আমি আপন দোষে কষ্ট পাই বাসনা-অনুগামী"।

* * * *

গীত-অবসানে শান্তির ধার
বহিল হৃদয়ে, গেল দুখ-ভার,
দূর হ'ল গাঢ় শোক-অন্ধকার,
দীর্ঘশ্বাসে স্থির করিল চিত।

১৩

সহদীর্ঘশ্বাস একটি পবন
এ শোক তরঙ্গ করিয়া বহন
সতীস্বর্গে উঠি ভেদিয়া গগন,
সতীর হৃদয়ে পশিল আসি,
চমকিলা সতী, চমকিল প্রাণ,
ব্যাকুল হৃদয়ে চারিদিকে চা'ন,
মুহূর্ত্তে হইল মলিন বয়ান,
আঁখি নীরে গেল কপোল ভাসি।

১৪

ছুটে যেতে সতী চা'ন ধরাপানে,
নিবারিলা দ্রুত সুরবালাগণে,
ফিরি চাহি সতী উদাস নয়নে
কাঁদিয়া পড়িলা দেবীর পায়;
"ওগো সতী-স্বর্গ-রাজরাজেশ্বরি!
একি খেলা তব বুঝিতে না পারি,
পরাণ আমার স্বর্গসুখ ছাড়ি,
ধরাতলে পুনঃ যাইতে চায়!

১৫

"প্রাণনাথ হোথা কাঁদিয়া বিকল,
শৈলাধিক বাজে তাঁর অশ্রুজল,
তিনি ছাড়া মোর সকলি বিফল,
স্বরগ ত মম সুখদ নয় ;
চাহিনা স্বরগ তাঁহারে ছাড়িয়া,
নরকেও সুখ তাঁহারে লইয়া,
যেথা তিনি তাই স্বরগ হইয়া
শোভে, প্রাণে মোর আনন্দ ব'য়।

১৬

"দাও ছেড়ে মাগো, সেথা চ'লে যাই,
ক্ষম মোরে এই স্বরগ না চাই,
পতি ছাড়া মোর কামনাই নাই,
এই নিবেদন চরণ তলে।"
সতীস্বর্গেশ্বরী সে কথা শুনিয়া,
দশন-ছটায় দিক্ উজলিয়া,
মধুর বচনে, ঈষৎ হাসিয়া,
কহিলা ডাকিয়া সঙ্গিনীদলে।

১৭

"কাটেনি গো ওর মায়ার বন্ধন,
পায়নি এখনো দিব্য দরশন,
ঘুচায়ে সকল মোহ-আবরণ
দিব্য জ্ঞান এবে উহারে দাও ;
কোথা বা বিচ্ছেদ, কোথায় মিলন,
অন্তরে অন্তরে কোথায বন্ধন,
বুঝাও উহারে জীবন মরণ ;
যাও সতি, তুমি ঘুমায়ে যাও।"
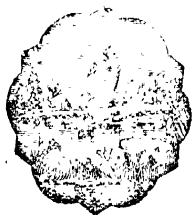
পঞ্চমাঞ্জলি।

মৃত্যু-রহস্য।

১

একি ইন্দ্রজাল—দেবীর কথায়
সতীদেবী-আত্মা যেন রে ঘুমায়,
মুদ্রিত নয়ন, অবসন্ন কায়
মৃতপ্রায় যেন পড়িয়া র'য় ;
সুরবালা এক অমনি আসিয়া
চম্পক-নিভ অঙ্গুলি দিয়া
সতীর ললাট পরশে হাসিয়া ;
সে পরশে মোহ কাটিয়া যায়।

২

দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া তখন,
সতী-আত্মা করে নেত্র উন্মীলন,
বিস্মিত হ'য়ে করে দরশন,
এ বিশ্ব কেবলি জীবন ময়!
বিশ্বে মৃত্যু নাই—কেবল জীবন,
দেহ হ'তে মাত্র দেহেতে গমন,
নামরূপে শুধু ভেদ-প্রকটন,
বস্তু যাহা, তাহা অভিন্ন রয়!

৩

অনন্ত আকাশ—অনন্ত জীবন,
বিশ্ব মাঝে শুধু অনন্ত মিলন,
সহস্র ধারায় জীব অগণন
ভাসিছে মিলিয়া অনন্ত স্রোতে;
ধরায় স্বরগে অপূর্ব্ব সংযোগ,
ভ্রান্তি, মায়া শুধু ঘটায় বিয়োগ,
তাই গো ধরায় এত শোকভোগ,
বিচ্ছেদ-আশঙ্কা জীবের চিতে।

৪

শ্রীহরির অংশ আত্মা সমুদয়,
তারা চিরকাল অনন্ত অক্ষয়,
অণু পরমাণু ধ্বংসশীল নয়,
যে যাহার দলে মিশায়ে যায়;
জীর্ণ বসন ছাড়িয়া যেমন
নর অন্য বাস করয়ে গ্রহণ,
আত্মা একদেহ ছাড়িয়া তেমন
পরিগ্রহ করে অপর কায়।

৫

এ জগতে নাই আত্মার নিধন,
অস্ত্র নাহি পারে করিতে ছেদন,
অনলে না পারে করিতে দহন,
অবিকৃত সদা শাশ্বত রয়;
আদি বীজ বিশ্বে হইয়া প্রাণিত,
প্রথমে কীটাণুরূপে প্রকাশিত,
ক্রমে কালবশে হ'য়ে বিবর্ত্তিত—
মৎস্য-সরীসৃপ-মূর্ত্তি হয়।

৬

চতুষ্পাদ-আদি নানারূপ ধরি
জীবন-সোপানে উঠে ত্বরা করি,
মানব জীবন রহে সর্ব্বোপরি
ধরা-জীবনের শেষ সীমায়;
তারপরে পুনঃ অন্য দেবলোকে
মানবের আত্মা ক্রীড়া করে সুখে
অন্য রূপ গুণে—ক্রমশঃ আলোকে
আসিয়া বিভুতে মিশায়ে যায়।

৭

আত্মা ক্রমোন্নত—একই জীবন,
শত ভাবে বিশ্বে করে বিচরণ,
স্থূলতঃ দেখিতে যা পরিবর্ত্তন
সূক্ষ্মরূপে ভাব একই তার;
জীবন-চক্রের পূর্ণ আবর্ত্তন
কীট, পশু, নর, ঋভু, দেবগণ,
ক্রমোন্নতিময় নিখিল ভুবন,
অনন্ত উন্নতি নাহিক পার।

৮

দেখে সতী শত জন্ম-জন্মান্তর,
জীবের আত্মার অবস্থা-অন্তর
পাপপুণ্যফলে ভবে নিরন্তর,
হয় সংঘটিত নিয়তিবশে ;
যাবৎ না হয় করমের শেষ,
তাবৎ আত্মার জনমের ক্লেশ,
স্বীয় কর্ম্মফল করিতে নিঃশেষ
এক হ'তে আর দেহেতে পশে।

৯

পুরুষকাবেতে করিয়া যতন
পবিত্র ভাবেতে কাটালে জীবন,
ত্বরায় কাটিয়া করম-বন্ধন
অতিমৃত্যুভাব জীবেতে পায় ;
নিষ্কাম করমে কর্ম্ম অবসান ;
অবিদ্যার মোহ কাটিয়া পরাণ
যোগেতে করিয়া পরমাত্ম-ধ্যান
পরমেশ পদে মিলিয়া যায়।

১০

মুক্ত আত্মা সব আবার ধরায়
জীবের কল্যাণে আসিয়া লীলায়
শত শত পাপী মুক্ত করি যায়
ধরম-অমৃত ঢালিয়া দিয়া ;
ক্ষুদ্র ক্রমে ক্রমে হয় বৃহত্তর,
পাপী জীব ক্রমে হয় পূততর,
বিশ্বে এই খেলা চলি' নিরন্তর,
বিশ্বনাথে শেষ হয়গো গিয়া।

১১

মরণ আত্মার উন্নতি-সোপান,
মরণেই উর্দ্ধতর লোকে স্থান,
মরণেই মৃত্যু হ'তে পরিত্রাণ,
অবিদ্যা বাসনা হয়গো দূর ;
মরণ আত্মার শত্রু কভু নয়,
সেই করে' দেয় ব্রহ্ম পদে লয়,
তাহারি প্রসাদে ক্রমে নীত হয়
পাপী জীব শুদ্ধ আনন্দপুর।

১২

মরণে মরণে কর্ম্মের বন্ধন
এভবমাঝারে কাটে জীবগণ,
মৃত্যুর পশ্চাতে জীবনায়োজন,
নিশ্বাস প্রশ্বাস তাহারি ছায়া;
সংকীর্ণতা সব দূর হ'য়ে যায়,
মৃত্যু হ'তে জীব নব শক্তি পায়,
করে বিচরণ সর্ব্বত্র স্বেচ্ছায়,
লাভ করি অষ্ট সিদ্ধির কায়া।

১৩

মরণ কেবল সারমাত্র নাম,
কর্ম্মফলমাত্র,—জীবের বিশ্রাম;
জীবন জগতে বহে অবিরাম,
প্রকৃত মরণ এ বিশ্বে নাই;
চৈতন্যস্বরূপ জগৎ-কারণ,
তাঁহার জগতে কোথা অচেতন,
প্রস্তর, কঙ্কর, তাতেও জীবন,—
প্রাণেই জগৎ ভাসে সদাই!

১৪

যথা নদ নদী সাগরেতে বয়,
দিবাকর করে ঊর্দ্ধে নীত হয়,
আবার ধরায় তাদেরি উদয়,
পুনশ্চ সাগরে মিশায়ে যায় ;
তেমনি জগতে পরাণ সকল—
জীব জন্তু যত সবে অবিরল
আশ্রয় করিয়া হরিপদতল,
করে গতায়ত সদা ধরায়।

১৫

দেখে সতী পুনঃ বিস্ময়ে বিহ্বল,
পতিদেবতায় ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল,
প্রেম-মন্দাকিনী গায় কল কল,
ধ্বনিত তাহাতে প্রাণেশ-নাম ;
খবগ-সঙ্গীতে তাঁরি কণ্ঠধ্বনি,
কুসুম-সম্পদ তিনিই আপনি,
বায়ু, ব্যোম, তারা, জীমূত, অশনি,
তাঁরি রূপে মাখা সকল ধাম।

১৬

হৃদয়ে, ললাটে—দেহে সর্ব্বস্থল
ব্যাপ্ত তাঁরি রূপে—তিনিই সকল ;
অপূর্ব্ব মিলন ?—শ্রীপদ-যুগল
নয়নসমীপে ভাসে সদাই ;
নাই অন্তরাল, নাই ব্যবধান,
অন্তর বাহির সকলি সমান,
শরীরে শরীর, পরাণে পরাণ
উভয়-স্বাতন্ত্র্য আর যে নাই !

১৭

সম্ভ্রমে সতী ধরাপানে চায়,
মিলন-মূরতি দেখিবারে পায়,
পতিদেহ ব্যাপ্ত তাঁহারি ছায়ায়
তবু সে নয়নে সলিল-ধার ;
পতির শরীর অন্তরে বাহিরে,
নিজ রূপে দেবী রাখিয়াছে ঘিরে,
পরিজন আর কুমারী কুমারে ;
—তথাপি মলিন মুখ সবার।

১৮

একত্র মিলন তবু হা হুতাশ।
দেহে দেহ লগ্ন তবু দীর্ঘশ্বাস!
অভিন্ন মিলনে বিরহের ত্রাস!
কি রহস্য! সতী মানে বিস্ময়;
বিরহের ভয় গেল দূরে চলে,
সতীস্বর্গেশ্বরী-শ্রীচরণতলে,
প্রণতি করিয়া অতি কুতূহলে
বিনয়ে মধুর বচনে কয়;—

১৯

"অনন্ত রহস্য! তব আশীর্ব্বাদে
ধন্য আমি আজ সৌভাগ্য-সম্পদে,
সামান্য সাধনে শ্রীপদ-প্রসাদে
আশার অতীত আমার সুখ;
একরূপে তিনি আমার ধরায়,
শতরূপে হেরি তাঁহারে হেথায়!
অপূর্ব্ব মিলন হিয়ায় হিয়ায়,
অভেদ রূপেতে ঘুচিল দুখ।

২০

"কিন্তু প্রাণেশ্বর হোথায় আকুল,
দয়া ক'রে তাঁর ভেঙ্গে দাও ভুল,
ভেদ করি দাও সূক্ষ্ম আর স্থূল,
শান্তির ধারায় করাও স্নান ;
দেখায়ে জীবন-মরণের বেলা,
দেখাও অনন্ত মিলনের খেলা,
দেখাও গো মাতঃ! পূত-প্রেমলীলা,
দাও শান্ত করি তাঁহার প্রাণ।"

২১

নিরখিলা সতী—যত সখীগণ
সতীদেবী-পানে ফিরাল নয়ন,
ইঙ্গিতে কহিলা মহেশী তখন,
গাইতে সবারে প্রেমের জয় ;
দেবীর ইঙ্গিতে মিলি সখীগণ,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে হইয়া মগন,
প্রেম, পবিত্রতা, মিলন, মরণ,
গাহিলেক "জয় সতীর জয়।"

২২

যথা সতীনাথ বিনিদ্রনয়নে
গীতশান্তচিতে আছেন শয়নে,
গভীর রজনী—স্বপন-ছলনে
সে গীততরঙ্গ সেথায় যায়;
স্বর্গীয় সৌরভে পূরিল আলয়,
অমর-সঙ্গীত বায়ুসনে বয়,
কি যেন কেমন মোহমধুময়
আচ্ছন্ন করিল তাঁহার কায়!

ষষ্ঠাঞ্জলি।

প্রেম রহস্য—শান্তিতর্পণ।

১

চমকিত সতীনাথ, সুর-গীত
পশিল শ্রবণে, দ্রব হোলো চিত
তন্দ্রিত-নয়নে হয়ে বিমোহিত
বিস্মিত হইলা মধুর তানে ;
সতীর মাহাত্ম্য অপূর্ব্ব কাহিনী
স্বর্গ হ'তে আসি—যথা মন্দাকিনী,
পবিত্র করিয়া সমগ্র ধরণী,
প্রীতির প্রবাহ ছুটা'ল প্রাণে।

২

প্রাণ পুলকিত সুমধুর স্বরে,
ক্ষরে যেন সুধা প্রত্যেক অক্ষরে,
শুনে সতীনাথ বিহ্বল অন্তরে
"জয়, জয়, জয়, সতীর জয় ;
নাইগো সংসারে মরণের ভয়,
মরণ কিছুই ভয়ানক নয়,
এক স্থানে জীব পাইয়া বিলয়,
অন্যত্র আবার প্রকট হয়।

৩

"নাইগো বিচ্ছেদ, কেবল মিলন,
অন্তরে অন্তরে অপূর্ব্ব বন্ধন,
প্রেমের রাজ্যেতে নাইগো মরণ,
মরণ কেবল পরীক্ষা তার ;
পবিত্র প্রেমের মন্দাকিনী-ধার
হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধে অনিবার
ছুটিছে ; মরণে উচ্ছ্বাসের তার
নাহি ব্যতিক্রম, জানিও সার।

৪

"মরণের ছলে হইলে ধরায়
জীবন-আহুতি শ্মশান-চিতায়,
পবিত্র প্রণয় সুরলোকে ধায়
সে চিতা-বিভূতি শিরেতে মাখি ;
রক্তমাংস সনে বাঁধা যে প্রণয়,
দেহ সনে তাই ভস্মেতে মিলায়,
তাই সদা তারে জিয়াইতে হয়,
প্রণয়-আস্পদ হৃদয়ে রাখি।

৫

"সেথাই বিচ্ছেদে বিস্মৃতি ঘটায়,
মরণের ছবি দেখিতে না চায়,
লালসার সনে সব মিটে যায়,
নূতনের তরে আসন দিয়া ;
শত ভালবাসা, সহস্র চুম্বন !
প্রেম-আলাপন, প্রাণ-বিসর্জ্জন !
তিলেক বিচ্ছেদে নিকট মরণ !
যায় দেহ সনে সব চলিয়া।

৬

"নামে মাত্র প্রেম দেহের মিলন!
মত্ততা ঘটায় স্পর্শন, নয়ন,
(তাই) পবিত্র প্রেমের পরীক্ষা-কারণ
মরণের খেলা ধরায় রয়;
মিলেছে যেখানে হৃদয়ে হৃদয়,
হয়েছে যাদের পবিত্র প্রণয়,
সেথা অদর্শনে প্রেম নাহি যায়,
বরঞ্চ স্মিরিতি উজল হয়।

৭

"মধুর উজ্জ্বল স্নেহের ধারায়
প্রেম-দীপ জ্বলে সতত তথায়,
স্বরগের পানে উত্থিত হয়
নিষ্কম্প নির্ম্মল পবিত্র শিখে,
লালসা কামনা সব দূরে যায়,
নির্ম্মল সংযোগ আত্মায় আত্মায়,
পবিত্র শৃঙ্খল স্বরগ-ধরায়!
স্মিরিতি তাহারে অখণ্ড রাখে।

৮

"কে চাহে ভুলিতে প্রিয়জন-স্মৃতি,
যদিও স্মরণে নব শোক নিতি,
তবু তার সনে মাখান কি প্রীতি,
মুছিয়া ফেলিতে চাহে না তায় ;
প্রেমিক সুজন কর্ত্তব্য বলিয়া,
সে পবিত্র স্মৃতি রাখে জাগাইয়া,
নয়নের জলে তর্পণ করিয়া
হৃদয়-কালিমা স্বতঃ ঘুচায়।

৯

"রোষ, অভিমান, ঘৃণা, তিরস্কার,
হৃদয়ের রিপু, কাম, অহঙ্কার,
আর আর যত কলুষের ভার
চিতার আগুনে পুড়িয়া যায় ;
এ সকল গিয়ে যাহা শেষ রয়,
বিশ্ব-মাঝে তাহা অনন্ত অক্ষয়,
কল্পান্তেও তার নাহি হয় লয়,
তারি গুণে নর দেবত্ব পায় !

১০

"মর-দেহ সনে পবিত্র শ্মশান
মানবীয় ত্রুটি করে অবসান,
শুধু গুণমাত্র থাকে বিদ্যমান
স্মিরিতির মালা গাঁথার তরে ;
প্রেমিক সে মালা পরিয়া গলায়,
একটি একটি করি জপি' যায়;
সিদ্ধি লাভ করি প্রেম-সাধনায়,
হেরে প্রিয়জনে চরে অচরে

১১

"ধরায় থাকিয়া মিলনের সুখ
ভুঞ্জে, দূরে যায় বিরহের দুখ,
দিব্য শোভাময় প্রিয়জন-মুখ
হৃদয়ে তাহার জাগে সতত ;
রহে যত দিন সংসারে জীবন,
স্বকর্ত্তব্য ধীরে করে সমাপন,
—প্রিয় পরিবার-আশ্রিত-পালন
জীবনের ব্রত সাধে নিয়ত।

১২

"প্রেম শিক্ষাদেয় পরার্থপরতা,
প্রেম আনে হৃদে শান্তি পবিত্রতা,
প্রেমিক-হৃদয় কাপট্য-নীচতা-
বিবর্জ্জিত হয়ে শোভিত হয়;
পবিত্র হৃদয় প্রেমিক যে জন,
হৃদে জাগে তার অনন্ত মিলন,
দেহের বিচ্ছেদ ঘটা'লে মরণ
প্রাণে প্রাণে যোগ অটুট রয়।

১৩

"স্বরগেতে সতী প্রাণপতি তরে
পরমেশপদ সদা পূজা করে,
ছায়া-রূপে পতি-সনে সদা ফিরে,
অমঙ্গল সব করিয়া দূর;
কর্ম্ম-অবসানে ধরার বন্ধন
দেয় ছিন্ন করি' মরণ যখন,
উভয়ে মিলিয়া করে আগমন
অনন্ত মিলনে স্বরগপুর।

১৪

"করে সতীগণ পতির উদ্ধার,
ধৌত করি যত আবিলতা তার,
প্রেম-মন্দাকিনী-সলিল সঞ্চার
করিয়া, পবিত্র করে গো তায় ;
সতী-স্পর্শে হয় চৈতন্য-উদয়,
হ'য়ে সুবিমল পঙ্কিল হৃদয়
সুকৃতি সাধনে অগ্রসর হয়,
প্রেমেতে মানব দেবত্ব পায়।

১৫

"জয় সতী-জয়, জয় প্রেম-জয়,
সতী প্রেমে নাই বিরহের ভয়,
অনন্ত মিলনে প্রাণ বাঁধা রয়
জীবনে মরণে অভেদ ভাবে ;
আসুক জনম শত শত বার,
শত আবর্ত্তন হউক আত্মার,
প্রতি জনমের ছায়া মূর্ত্তি তার
রহিবে, যার যে, সেই তা পাবে।

১৬

"যত মূর্ত্তি আত্মা করে পরিহার,
স্বর্গধামে রয় প্রতিমূর্ত্তি তার,
প্রতি জনমের প্রিয় পরিবার
প্রতিমূর্ত্তি সনে মিলে উল্লাসে ;
কিসের মরণ ?—ধাতার বিধান,
কেবল আত্মার করিতে কল্যাণ ;
হইলে অবিদ্যা-বন্ধন-অবসান
মুক্ত আত্মা সব ত্রিদিবে হাসে।

১৭

"বিশ্বে মৃত্যু নাই, কেবল জীবন,
মরণে বিচ্ছেদ-চিন্তা অকারণ ;
বুঝ সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রেমিক সুজন,
হৃদয়ে বহাও শান্তির ধার ;
কর সদা প্রিয়-স্মৃতির তর্পণ
অধীরতা সব করিয়া বর্জ্জন,
জ্ঞাননেত্র মেলি কর দরশন,
প্রিয়জন নহে দূরে তোমার।

১৮

"প্রিয়জন তরে ফেল অশ্রুধার,
ঘুচাও তাহাতে হৃদয়ের ভার,
দোষী যদি কভু, চাও ক্ষমা তার
অনুতাপানল জ্বালায়ে মনে ;
তার সনে রাখ এই শিক্ষা সার,
মৃত প্রতি স্মরি স্বীয় ব্যবহার,
জীবিতের প্রতি কর্ত্তব্যের ভার
কর সম্পাদন অতি যতনে।

১৯

"নাই গো বিচ্ছেদ, অনন্ত মিলন,
অন্তরে অন্তরে অপূর্ব্ব বন্ধন,
প্রেমের রাজত্বে নাহিক মরণ,
মরণ কেবল পরীক্ষা তার ;
পবিত্র প্রেমের মন্দাকিনী-ধার,
হৃদয় হইতে উর্দ্ধে অনিবার
ছুটিছে ;—মরণে প্রবাহের তার
নাহি ব্যতিক্রম, জানিও সার।

২০

"সতী-প্রেমে যোগী দেব মহেশ্বর,
শ্মশান-বিভূতি ভূষণের সার,
করিলা সতীর সম্মান প্রচার
অর্দ্ধনারীশ্বর হ'য়ে আপনি;
নিজ পুণ্যবলে যারা সতী-পতি,
মিলন তাদের অখণ্ড্য নিয়তি,
মরণে তাদের হয় দিব্য গতি,
—মৃত সঞ্জীবন প্রণয়-মণি।

২১

"কেন তবে বৃথা বিরহের ভয়,
বিধির বিধানে সঁপিয়া হৃদয়,
করি নিজ প্রাণ পূতপ্রেমময়.
শান্তির তর্পণ কর যতনে;
শান্তি, শান্তি, শান্তি, প্রেম শান্তিময়,
মধু, মধু, মধু, ধরা মধুময়,
বিশ্ব চরাচর মধুপূর্ণ হয়
প্রেম-পূত-ধারা জাগিলে মনে।

২২

"ভাব মনে সদা প্রিয়জন-স্মৃতি,
ভাব মনে এই ধরার নিয়তি,
কর্ত্তব্যপালন কর নিতি নিতি
ভাবিয়া শ্রীহরি মঙ্গলময়;
কোরো না শোকেতে দেহ সমর্পণ,
শরীর সকল ধর্ম্মের সাধন,
আত্মহত্যা-পাপ দেহে অযতন,
শোকে অধীরতা—ক্লেশ-আলয়।

২৩

"জয় সতী-জয়, জয় প্রেম-জয়,
অনন্ত মিলন ব্যাপ্ত এ ধরায়,
কোথায় বিচ্ছেদ,—মরণ কোথায়?
ছেড়ে দাও সব ভাবনা স্থূল!
পবিত্র প্রেমেতে ডুবায়ে হৃদয়,
ভাব সদা হরি পূর্ণ প্রেমময়,
দিবেন নির্বৃতি হইয়া সদয়,
ভাঙ্গিয়া যাইবে ভবের ভুল।"

২৪

সতী-দৃষ্ট সেই স্বপন তখন
স্বামীর স্বপনে দিল দরশন,
প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যুর মরণ—
পুলকে পূরিল তাঁহার প্রাণ;
অন্তরে বাহিরে বিরাজে তাঁহার
প্রিয়তমা-মূর্ত্তি, কিবা চমৎকার!
দূরে গেল সব বিষাদের ভার,
শোকের অনল হ'ল নির্ব্বাণ।

২৫

এবে শুধু প্রেম—পবিত্র সুন্দর,
হৃদয়-মন্দিরে খেলে নিরন্তর,
অনন্ত মিলন মরণের পর,
স্বরগ-মরতে অপূর্ব্ব যোগ!
নাই সঙ্কীর্ণতা, নাহি ব্যবধান,
প্রাণে প্রাণে যোগ সর্ব্বত্র সমান,
সতী-প্রাণনাথ পুলকিত প্রাণ,
হেরি সতীময় সকল লোক!

২৬

কুসুম, পবন, তরুলতাগণ,
ঊর্দ্ধে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, গগন;
নদনদী, তুঙ্গ পর্ব্বত, গহন,
সর্ব্বত্র বিরাজে তাঁহারি সতী!
ধরা আজি তাঁর স্বরগ-সমান!
হৃদয়ে উঠিল আনন্দের তান,
প্রেমমন্ত্র দীক্ষা হ'ল সমাধান,
আজি প্রাণ তাঁর প্রসন্ন অতি!

২৭

ভকতি-নির্ভরে উঠি প্রীতমনে
মঙ্গলময় শ্রীহরি-চরণে
আর সাধ্বী সতী সুরবালাগণে
প্রণমি পুলকে কহিলা রায়—
"নমো নমো দেব মঙ্গলময়,
অসীম বিশ্বের মঙ্গল-আলয়,
ঘুচালে হৃদয়ে বিষম সংশয়,
ভাতিল এ প্রাণ নব প্রভায়।

২৮

"সাধিব কর্ত্তব্য থাকিয়া সংসারে,
পাঠায়েছ তুমি মোরে যার তরে,
সন্তান, স্বজন, আশ্রিতে সাদরে—
পালিব তোমার আশিষ-বলে ;
কর আশীর্ব্বাদ,—ক্ষুদ্র প্রাণ মোর
কর্ত্তব্যপালনে রহে যেন ভোর,
সহস্র সহস্র পরীক্ষা কঠোর
তব বলে যেন যাই গো দলে'।

২৯

"কাম যেন কভু প্রেমের ছলায়,
না ভুলায় এই দুর্ব্বল হৃদয়,
প্রেম-স্মৃতি যেন সদা জেগে রয়
পূত করি প্রাণ প্রভাবে তারি ;
প্রেম-মন্ত্র হৃদে রহে আজীবন,
মরণের সনে করি উদ্যাপন,
জীবন স্মৃতিতে করিয়া তর্পণ
যেন সেথা গিয়া মিলিতে পারি।

৩০

"কিসের মরণ ?—আর নাহি ভয়,
পবিত্র প্রেমেতে বিচ্ছেদ না হয় ;
লালসা, বাসনা সব দূরে যায়
রক্ত, মাংস সনে পুড়ি' চিতায় ;
প্রেমবর্ত্তি জ্বলি শ্মশান-অনলে
হৃদয়ের মাঝে পূতভাবে জ্বলে ;
পবিত্র শিখাতে স্বরগের তলে
উজ্জ্বল—উজ্জ্বল—সতত ধায়।

৩১

"মরণ কেবল প্রেম সুবর্ণের
নিকষ-পাষাণ এই জগতের।
মরণের সনে নর-হৃদয়ের
কাম-বলিদান প্রেমের যূপে ;
ধন্য প্রেম ধন্য, ধন্য সতী-প্রাণ,
কি আছে ধরায় প্রেমিক-সমান ;
পবিত্র-হৃদয় মহাপুণ্যবান্
সতী নারী যার প্রেয়সী রূপে।

৩২

নমো নমো দেব মঙ্গলময়,
শান্ত হইল ক্লান্ত হৃদয়,
গেল ঘুচি সব বিরহের ভয়,
এবে সতী সদা হৃদয়ে ভাসে।"
প্রণমি ভকতি-ভরে দেব-পায়,
আশিষ তাঁহার লইয়া মাথায়,
রসে সতীনাথ প্রশান্ত হৃদয়,
স্বরগে সতীরা সুখেতে হাসে।

সপ্তমাঞ্জলি।

কর্ম্মফল—উপসংহার।

১

সতী-আত্মা হোথা আনন্দিত মন,
ঘুচেছে পতির হৃদয়-বেদন,
স্বপ্নে জাগরণে নিয়ত দর্শন
স্বরগে মরতে মিলন সার;
আনন্দে গাইল সুরবালাগণ
সতীস্বরগের পবিত্র কীর্ত্তন,
সতীর আত্মারে করিল শোভন
গলে দিয়ে প্রেম কুসুম হার।

২

স্বরগ-বাজনা উঠিল বাজিয়া,
সুর-সখীগণ সতীরে লইয়া
করম-উচিত পুরে বাস দিয়া,
চলে' গেল সবে কাজে যে যার ;
দেখে সতী স্বীয় আবাস-ভবন,
সতীত্ব-মণিতে অতি সুশোভন,
প্রেম-মন্দাকিনীধারে অনুক্ষণ
স্নিগ্ধ, সুরভিত, প্রকোষ্ঠ তার !

৩

স্নেহ-দয়া-মায়া-আদি চারি ধারে
শোভিছে সুন্দর মাণিক-আকারে,
পতির মূরতি সবার মাঝারে
বিরাজে স্বরগসুষমাময় ;
প্রীতির প্রসূনে শোভে সর্ব্বস্থল,
পৃথিবীতে কৃত করমের ফল
সুসজ্জিত তথা,—কিছুই বিফল
মরতের কাজ হ'বার নয়।

৪

কবে দেবী দেখি' কোন অত্যাচার
ফেলেছিলা ভবে বিন্দু অশ্রুধার,
হেথায় ধরিয়া মুকুতা-আকার
রহিয়াছে গাঁথা তাঁহারি তরে ;
কবে করেছিলা কোন উপকার,
অন্নবস্ত্র যবে দিয়াছিলা যার,
সে সব ধরিয়া প্রসূন-আকার
সুবাসে পরাণ মোহিত করে।

৫

দোষ-ত্রুটি-আদি যা' ছিল ধরায়,
সে সকলো কর্ম্ম এনেছে হেথায় ;
পুণ্যফল-পাশে আঁকা কালিমায়
রয়েছে মলিন,—অখণ্ড্য বিধি !
কিন্তু ঢাকি ক্ষুদ্র পাপ-কালিমায়
জ্বলে মধ্যমণি উজ্জ্বল প্রভায়
সর্ব্বস্ব রমণী-জীবনে ধরায়
পূত-প্রেম-পূর্ণ সতীত্ব-নিধি।

৬

স্বর্গীয়-সঙ্গীত অতি মধুময়,
পরিতৃপ্ত করে সতত হৃদয়,
জলদ-গম্ভীরে সতীত্বের জয়
হতেছে ঘোষিত, নাহি বিরাম—
"শিখ এই নীতি ধরার রমণি,
সার ধন ভবে সতীত্বের মণি,
মোহ-প্রলোভনে ভুলিয়া অমনি,
হ'য়ো না তাহা ভজিয়া কাম।

৭

"দুদিনের বৃথা আমোদ-আশায়,
অনন্ত জীবন সঁপি' লালসায়,
কোরো না কোরো না বিসর্জ্জন তায়
মোহবশে ভাঙ্গি বিবেক-বাঁধ;
দু' দিনের তরে রূপ ও যৌবন,
গুণ চিরস্থায়ী;—হেথা অনুক্ষণ
হয় গো গুণের সম্মান-ঘোষণ,
পুরস্কার তার অনবসাদ।

৮

"ধরায় জীবন চিরস্থায়ী নয়,
করমের ফল খণ্ডিত না হয়,
ধর্ম্ম-আচরণে কর্ম্ম কেটে যায়,
অনন্ত জীবন নিকট হয় ;
ধর্ম্ম-আচরণে বাসনা-বিনাশ,
বোধ-সুধাকর হয় সুপ্রকাশ,
আত্মমৃত্যু শেষে—কাটি মৃত্যু-পাশ
শ্রীহরি চরণে নির্ব্বাণ লয়।

৯

"ধরায় পবিত্র রমণী-হৃদয়,
প্রেম-মন্দাকিনী-উদ্ভব যথায়,
ক্ষীর-ধার-ছলে স্নেহ টেনে লয়
শিশু নর ব'সি মাতার কোলে ;
মাতৃভাবে যেথা স্বর্গ সৃষ্টি করে,
সমান দেখিয়া আপন কি পরে !
প্রেম কোমলতা শিখাইতে নরে
রমণী-সৃজন অবনী তলে।

১০

"রমণীর সম উচ্চ অধিকার
এ তিন ভুবনে কারো নাহি আর,
শিরে ল'য়ে অতি গুরু কার্য্যভার
জনমে রমণী ধরণী'পরে ;
পত্নীরূপে নারী পতির সহায়,
জননীরূপেতে সন্তানে বাঁচায়,
সুখশান্তি-আদি সকলি ধরায়
তাহারি উপরে নির্ভর করে।

১১

"রমণী মানবে দেবতা করয়,
রমণীই তারে নরকেতে লয় !
হেন তেজ, শক্তি, যার হৃদে রয়,
সাজে কি গো তার বিলাস-লীলা ?
ছাড়িয়া সকল বৃথা অভিমান,
কামনা, বাসনা, অনল-সমান,
জগতের হিত নরের কল্যাণ
সাধহ সকলে হ'য়ে সুশীলা।

১২

"ঢাল প্রেম, স্নেহ ঢাল অনিবার,
উচ্চ নীচ কিছু না করি বিচার,
ছুটুক জগতে পূত শান্তি-ধার,
পাপ-আবিলতা পাউক লয় ;
শিখাও জগতে প্রেমের সম্মান,
ছাড় বৃথা গর্ব্ব, ছাড় অভিমান,
ভাব প্রেমময়ে, করি সমাধান
তাঁরি পদে সদা নিজ হৃদয়।

১৩

"এক সতী-তেজে পবিত্র ভুবন,
সতীর প্রভাবে বিমুখ শমন,
রুদ্ধগতি হয় চন্দ্রমা, তপন,
মুহূর্ত্তে সমুদ্র শুকা'য়ে যায় ;
জয় সতী-জয়, জয় প্রেম-জয়,
জয়, জয়, জয়, জয় প্রেমময়,
যথা প্রেম-জয় ব্যাপ্ত স্বর্গময়
তেমতি হউক 'জয়' ধরায়।"

১৪

ধরায় উঠিল প্রেম-জয়-গান,
প্রেমিক হৃদয়ে সতীর সম্মান
দ্বিগুণ বাড়িল ;—মৃত্যু ব্যবধান
কিছুতে নারিল ঘুচাতে তায় ;
স্বরগ-মরতে হইল সংযোগ,
ধরাবাসী যত স্বল্পজ্ঞান লোক
চাহিয়া দেখিল দীপ্তিময় লোক,
আঁখি ধাঁধি' গেল জ্যোতিঃপ্রভায়।

১৫

ব্যর্থ মনোরথ পিশাচের দল,
লালসা, বাসনা, কামনা সকল,
পাপ, মলিনতা, কপটতা, ছল,
পলায় সকলে প্রমাদ গণি ;
দিব্য জ্যোতিঃপ্রভা ভাতিল সুন্দর,
নর-হৃদয়ের নিভৃত কন্দর
উজলিয়া শোভে অতি মনোহর
নিরাবিল প্রেম সতীত্ব মণি।

ক্ষীণকণ্ঠ এই দীন অভাজন,
তাহাতে আবার সামান্য সাধন,
কেমনেতে হায় করিবে বর্ণন
সতীর মহিমা কথায় বলি ;
করি প্রণিপাত সতীগণ-পায়,
স্বরগে সতীর প্রীতি-কামনায়
ভক্তিভরে নত করি পূর্ব্বকায়
করিল অর্পণ "তর্পণাঞ্জলি"।

সম্পূর্ণ।